দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ APR. 9 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

147

বিএড ডিগ্রী কি এতই মূল্যবান?

বাংলাদেশের যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়/ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হইতে যে-কোন বিষয়ে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী সরকারী অথবা বেসরকারী কলেজে প্রভাষক হিসাবে নিয়োগ পাইলে সরকার প্রদত্ত ৪৩০০ টাকার স্কেলে বেতন পান। অথচ সাধারণ বি,এ/বি,এসসি/বি,কম এর সহিত বি,এড ডিগ্রীধারীর সে সুযোগ হয় না। আবার যে-কোন মাধ্যমিক স্কুলে যদি অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী কেহ শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তবে তিনি বেতন পান মাত্র ২৫৫০/- টাকা স্কেলে। কিন্তু বি.এডসহ সাধারণ বি,এ,পাস শিক্ষক বেতন পান ৩৪০০/- টাকা স্কেলে। এই বৈষম্য কি ইহাই প্রমাণ করে না যে, সাধারণ বি,এ,বি,এড-এর চাইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্সসহ মাষ্টার্স ডিগ্রীর মূল্য কম? প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ করা যায় যে, সরকারী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা চাওয়া হয় বি,এ,বি,এড অথবা মাষ্টার্স। এই ক্ষেত্রে বি,এড-কে নরমাল মাষ্টার্স-এর সমমূল্য প্রদান করা হয়। অথচ বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহে নরমাল মাষ্টার্স তো দূরের কথা অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাষ্টার্স ডিগ্রীকেও হার মানিতে হয় নরমাল বি,এ,বি,এড ডিগ্রীর কাছে। ইহা কি অসঙ্গতি নয়? এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ,
মোঃ রফিকুল ইসলাম,
সহকারী শিক্ষক,
কালাচাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়,
গুলশান, ঢাকা ১২১২

...দের প্রতি

...পাঠাইয়া থাকেন। এই কারণে প্রকাশযোগ্য ...না। তাই পত্রে পূর্ণ নাম ও ঠিকানা দেওয়ার ...া যাইতেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হইলে ... দিতে হইবে। প্রেরিত পত্র কাগজের এক ...িক রাখিয়া সাধু ভাষায় লিখিতে হইবে।